এড্‌স (AIDS) ছড়ানোর কারণ
শেকড় ছড়ানো গভীরে

অসীম চট্টোপাধ্যায় *

১. বিশ্বের বাজারে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ছে হু হু করে । বহু দরিদ্র দেশ, যারা তেল উৎপাদন করে না, তারা তেল আমদানির বর্ধিত খরচ মেটাতে জাতীয় বাজেটে অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমাতে বাধ্য হচ্ছে ; বিশেষত স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কমে যাওয়ায় দেশগুলিতে এইচ আই ভি/ এড্‌স (HIV/AIDS) -এর মত মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে । এই বিপজ্জনক বার্তা দরিদ্র দেশগুলির শাসক বা পরিচালকদের স্তরে পৌঁছনোটা জরুরী -- যেহেতু এড্‌স-এর আগ্রাসন থেকে কোনো মানুষই নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পারবে না ।

২. গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণে ব্যর্থতা, বিশেষ করে ভারতের মত দেশে, একটি বড় কারণ । ৪০%-এর বেশি গ্রামে এখনো বিদ্যুৎ নেই । হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরা এইচ আই ভি/এড্‌স সংক্রমণ নিয়ে যথেষ্ট প্রশিক্ষিত নন, সচেতন করার ব্যবস্থাও নেই ; ফলে তারা চিকিৎসা-উপকরণের নির্বীজকরণের গুরুত্ব ঠিকমত উপলব্ধি করেন না । প্রশাসনও নিতান্ত ঢিলেঢালা । বিদ্যুতের অভাবে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইলেকট্রিক হিটার চলে না । সরকারি যোগানের কেরোসিন জল ফোটানোর কাজে যত না ব্যবহার হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি চলে যায় কর্মীদের ঘর-গৃহস্থালীর কাজে । শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি যথাযথ নির্বীজকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কেরোসিনের ঘাটতি পড়ে যায় । সিরিঞ্জ এবং নিড্‌ল না ফুটিয়ে জলে ধুয়ে-মুছে দিব্যি ব্যবহার করা হয় । এর ফলে গ্রামাঞ্চলে হেপাটাইটিস বি, সি, এইচ আই ভি, অনায়াসে ছড়াতে পারে । রোগ প্রতিরোধ ও সংক্রমণ নিবারণের সঙ্গে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের বিষয়ে প্রশাসন সজাগ না হলে, দায়িত্ব পালন না করলে, রোগ বিস্তার ঠেকানোর লক্ষ্য অনেক দূরে থেকে যাবে ।

৩. স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার বা টয়লেটের ব্যবস্থা নেই ভারত বা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জের ৫০% -এর বেশি পরিবারের । গ্রামীণ মানুষ, বিশেষত মহিলারা, প্রতিদিন ভোররাত্রে উঠে মাঠে যান প্রাতঃকৃত্যের জন্য । সেখানে তারা প্রায়শই যৌন অত্যাচার ও ধর্ষণের শিকার হন ; ধর্ষকদের থেকে যৌনরোগ সংক্রমণ ঘটে অবাধে । শৌচাগারের আবশ্যিক বন্দোবস্ত যে যৌনরোগ বা এইচ আই ভি সংক্রমণ প্রতিরোধে বড় ভূমিকা নিতে পারে, সে চেতনার অভাব রয়েছে শাসকদের মধ্যে ।

৪. ভারতে সেনাবাহিনীতে বিনামূল্যে এবং ভরতুকি দিয়ে স্বল্পমূল্যে মদ (অ্যালকোহল) সরবরাহ করা হয় সরকারের তরফ থেকেই । ফৌজিরা অবসর গ্রহণের পরেও এই সুবিধা ভোগ করে । অঢেল মদ্যপানের অভ্যাস বহু সেনাকেই স্থায়ী মদাসক্ত করে তোলে । এতে জনগণের রক্ষক সেনাদের থেকে ধর্ষণ, যৌন-আক্রমণ ও নারী নিগ্রহের ঘটনা ঘটে নিয়ত -- বিশেষত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে । সেনাদের এই অপরাধ প্রবণতা মাঝেমধ্যেই সংবাদে আসে । সেনাদের মধ্যে মদের ঢালাও চালানের এই সরকারি নিয়ম বন্ধ করতে শুভ রাজনৈতিক শক্তি কিংবা রাষ্ট্রপুঞ্জের (UN) হস্তক্ষেপ দরকার । না হলে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে কে ? এহেন উচ্ছৃঙ্খল ব্যবস্থার সুবাদেই ভারত যে ক্রমশ এড্‌স (AIDS) রোগের অগ্রবর্তী দেশ হতে চলেছে, সে ব্যাপারে সাবধান করবে কে ?

* লেখক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক